গাংনীতে মাদকসেবীকে কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত

গাঁজা সেবনের অপরাধে বেদ আলী (৬২) নামের এক মাদক সেবীকে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ শ টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। বেদ আলী গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত করিম মন্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম আজ বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ভ্রাম্যমান আদালত বসে এ দন্ড দেন।

এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল বেদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে আসেন।

বেদ আলী তার দোষ স্বীকার করায় আদালত তাকে এ দন্ড দেন।

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। ২৫ দিনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ২৭ জন। মারা গেছেন ৪ জন। প্রতিরোধে আরো বেশি কাজ করতে হবে জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে ৩০ দিনে ২৯ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এরমধ্যে মারা গেছেন ৪ জন। যার মধ্যে ২ জন গলায় ফাঁস দিয়ে আর ২ জন বিষপান করে।
এদের মধ্যে গেল ৮ অক্টোবর বিষপান করে মারা যায় রাজিব হোসেন, সে গুড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে, রুবিনা খাতুন (২২) বৃহস্পতিবার(২১ তারিখ) রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যান । সে

কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামের মশিয়ার রহমানের স্ত্রী।
শনিবার (২২ তারিখ) দুপুরে গলায় ফাঁস দেন রাজু ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫)। তারা কোটচাঁদপুর বিদ্যাধরপুর গুচ্ছ গ্রামে বাসিন্দা।
২৪ তারিখ সোমবার বিষপান করে মারা গেছেন রাসেল হোসেন(১৪। সে উপজেলার লক্ষিকুন্ড গ্রামের জাফর মন্ডলের ছেলে।
এদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলায় গেল ২৫ দিনে ২৭ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যার মধ্যে ১৬ জন বিষপানে,৪ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ৭ জন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে।
এরমধ্যে গেল ৪ তারিখে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন ১ জন,বিষপান করে ৪ জন,৫ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৬ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৭ তারিখে বিষপান করে ২ জন,গলায় ফাঁস দিয়ে ২ জন আর ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন, ১০ তারিখে ১ জন,১১ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,১৫ তারিখে বিষপানে ১ জন,১৬ তারিখে ১ জন,১৭ তারিখে ১ জন,১৮ তারিখে ১ জন,২০ তারিখে ট্যবলেট খেয়ে ২ জন,গলায় ফাঁস দেন ১ জন,২২ তারিখে বিষপান করেন১ জন আর গলায় ফাঁস দিয়ে ১ জন,২৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন,হারপিক খেয়েছেন ১ জন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম বলেন, এর আগে আত্মহত্যার উপর ইনোভেশন প্রকল্প ছিল। এখন না থাকলেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মহত্যা,বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন কাজ করে থাকি।
খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা বিভিন্ন স্কুল,কলেজে গিয়ে বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা প্রবনতাসহ সম্প্রতি সভা নিয়মিত করে আসছি। এরপরও এতগুলো ঘটনা আমাদের বিস্মিত করেছে।
তিনি বলেন, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হবে। এরপর যে নির্দেশনা আসবে,সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এভাবে আশংকা জনক হারে কোটচাঁদপুরে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সরকারি কোন পদক্ষেপই কার্যকর হচ্ছে। প্রতিরোধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহল।

ঝিনাইদহে আত্মহত্যা প্ররোচণা মামলায় যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রীর আত্মহত্যার প্ররোচণা মামলায় তাহাবুর রহমান নামের যুবকের ৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। একই সাথে ৫০ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। দন্ডিত তাহাবুর রহমান কালীগঞ্জ উপজেলার কামারাইল গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানায়, কামারাইল গ্রামের মাদ্রাসা ছাত্রী শিরিনা খাতুনকে উত্যক্ত করত একই গ্রামের তাহাবুর রহমান। ২০০৭ সালের পহেলা আগস্ট বাড়ির পাশের নদীতে গোসল করতে যাওয়ার সময় তার সম্ভ্রমহানি ও লাঞ্ছিত করে তাহাবুর রহমান। এই অপমান সইতে না পেরে পরেরদিন গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে শিরিনা খাতুন। এ ঘটনায় ১৯ সেপ্টেমর তাহাবুর রহমানকে আসামী করে কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করে শিরিনা পিতা আখের আলী। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মঙ্গল এ মামলায় রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডিত তাহাবুর রহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীর জগত আলী মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

গাংনীর আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী হত্যাকান্ডের ঘটনায় তিন জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাতনামা জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নিহতের স্ত্রী হালিমা খাতুন বাদী হয়ে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ এনে গাংনী থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ২, তারিখ ০১/১১/২০২২ ইং।

মামলার আসামিরা হলেন, আমতৈল গ্রামের মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফ্ফার (৪০), আব্দুল জব্বার (৩৫) ও হেমায়েতপুর রাজারপাড়া এলাকার আইনুদ্দীনের ছেলে ফেরেজুল ইসলাম (৪০)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে জমি জমা নিয়ে আসামিদের সাথে আমার স্বামীর বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে তারা আমার স্বামীকে মারধর করে। এবং জমির উপর গেলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে আসছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তারা আমার স্বামীকে বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তাকে নিড়ানি ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) মামলাটি এফআইআর ভূক্ত হওয়ার পর মুল রহস্য উদঘাটনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনাস্থলে এসে এলাকার মানুষ জনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্বাক্ষীদের সাথেও কথা বলেছি। আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিহতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠের মধ্যে থেকে আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটিকে হত্যাকান্ড দাবী করে তার স্ত্রী হালিমা খাতুন ভাসুরের দুই ছেলে আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল জব্বার ও ফেরেজুল ইসলামের নামে মামলা দায়ের করেন।

মিথ্যা মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী খালাস, মাদক মামলায় প্রতারক স্বামী জেল হাজতে

মাদকদ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মীর কাউছার আলী। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহের অভিযোগ। নিজেকে সরকারি চাকুরীজীবি বা সাংবাদিকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহ করেছে এই মীর কাউছার আলী। একজন মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকার মানুষ তাকে চিনে।

ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকার পরেও মীর কাউছার আলী একই উপজেলার ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দিন এর মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিয়ে করে। শ্যামলী খাতুন কাউছারের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর

কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।

কুষ্টিয়ায় কৃষক হত্যায় ৫ ভাইয়ের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জমাজমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়ে আপন পাঁচ ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে অর্থদণ্ডেরও আদেশ দেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দুজনের উপস্থিতিতে এই রায় দেন। রায়ে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ২৫হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সাজার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, কুমারখালী উপজেলার মাঝগ্রামের বাসিন্দা মৃত রহমত সেখের ছেলে উজ্জল হোসেন(৪৭), জালাল উদ্দিন (৫৬), সেজ্জাত ওরফে সুজাত(৪৩), আব্দুল গফুর (৬৭) এবং সুজন হোসেন (৩৮)।

আদালতের মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ১১জুন রাত সাড়ে ১০টায় কুমারখালী উপজেলার খোদ্দবন গ্রামের আলিমদ্দিন সেখের ছেলে জামাল উদ্দিন সেখ নিজ ধানক্ষেতে সেচ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আসামিরা পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তারা জামাল উদ্দিন সেখকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এতে জামাল উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই আফিল উদ্দিন সেখ বাদী হয়ে আটজনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন

কুমারখালী থানায়।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০০৮ সালের ০৭ জানুয়ারি ১২জনের বিরুদ্ধে কৃষক জামাল উদ্দিন হত্যায় জড়িত অভিযোগ এনে আদালতের চার্জশীট দাখিল করেন কুমারখালী থানার উপ পুলিশ পরিদর্শক সামছুল আলম সিদ্দিকী।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী জানান, কুমারখালী থানার জমি সংক্রান্ত দ্বন্দের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জামাল উদ্দিন নামের কৃষককে হত্যার দায়ে আপন পাঁচ সহোদরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ ২৫হাজার টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও এক বছর সাজা খাটতে হবে তাদের। সেইসঙ্গে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলায় মজনু, বিল্লাল, মো. হেলাল, জলিম উদ্দিন, সাকাই, দুলাল এবং আব্দুর রহিমকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন,

একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে। আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২ মামলার আসামি ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লালন হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৬ বিজিবি বাজিতপুর ক্যাম্প। লালন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৭ টার দিকে সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক ১১৯/১০আরএস পিলারের এর নিকট থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

৬ বিজিবির বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে গ্রেফতার করেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় ১৯৭৩ সালের পাসপোটৃ আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মামলা নং ৩৩।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমান বলেন, সীমান্তের ১১৯/১০ আর এস পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লালনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে সদর থানার মামলার বাদী সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত লালন হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, পাসপোর্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা রয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লালন হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৩শ ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক-২

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান চালিয়ে ৩শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ জনকে আটক করেছে। রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তাদের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ মাদকদ্রব্য গুলো উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানান, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে মুরাদ আলী (৩৬), সাহাবুল হকের ছেলে জিবন (২০)।

তারা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন গোপনে মাদকদ্রব্য এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন বিক্রি করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মুরাদ আলীর বাড়ি থেকে ৩ শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে। মাদক বিক্রির সহযোগিতায় সহযোগী জিবনকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।